

**জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিপুরা ক্যাম্পাসের ভূমিপূজন
সমৃদ্ধ গণতন্ত্রের জন্য শক্তিশালী আইনি ব্যবস্থা অপরিহার্য : মুখ্যমন্ত্রী**



সমৃদ্ধ গণতন্ত্রের জন্য শক্তিশালী আইনি ব্যবস্থা অপরিহার্য। জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যের আইনি কাঠামোকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আজ নরসিংগড়ে জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা ক্যাম্পাসের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ১২ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিপুরা ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আইন শিক্ষা শুধু আইন শেখার জন্য নয়। সমাজে ন্যায়বিচার, নৈতিকতা এবং আইনের শাসনকেও প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে আইন শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আইন ও শাসনের ক্ষেত্রে সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিপুরা ক্যাম্পাস আইনী গবেষণা ও উন্নয়নের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে। ইতিমধ্যেই এই কাজ শুরু হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। রাজ্যে জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন আইন শিক্ষা, গবেষণা এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের যে দৃঢ় অঙ্গীকার তা প্রতিফলিত করে। রাজ্য সরকার জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরার উন্নয়নে সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার জাতীয় আইন বিশ্ব বিদ্যালয়, ত্রিপুরাকে তার লক্ষ্য অর্জনে আর্থিক, প্রশাসনিক এবং নীতিগত সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিপুরা ক্যাম্পাসের ভূমিপূজন অনুষ্ঠান একটি ভবন নির্মাণের সূচনা নয় জ্ঞান, ন্যায়বিচার এবং সমাজের সেবায় সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত হবে।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস অপরেশ কুমার সিং বলেন, জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যের জন্য একটি গর্বের প্রতিষ্ঠান। রাজ্যে আইন শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরার উপাচার্য যোগেশ প্রতাপ সিং।